

হিন্দি চলচিত্রে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হিন্দি ছায়াছবি মানুষের মনে জাতীয়তাবাদ, সাহসীকতা এবং জাতির জন্য আত্মবলিদানের প্রেরণা ও আবেদন

Posted On: 10 OCT 2017 4:51PM by PIB Kolkata

বিগত ৭০ বছর ধরে বেশ কয়েকটি স্বরণীয় হিন্দি ছায়াছবি মানুষের মনে জাতীয়তাবাদ, সাহসীকতা এবং জাতির জন্য আত্মবলিদানের প্রেরণা ও আবেদন জুগিয়েছে। এইসব ছায়াছবির মূল বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন, বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধ, খেলাধুলা, প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও বিদ্রোহ। এইসব ছায়াছবির মূল সুরটিই ছিল ভারতীয় হিসেবে গর্ব এবং জাতির প্রতি কর্তব্য। তবে এই ধরনের ছায়াছবির সংখ্যা অবশ্য কম। বলিউড বা বোম্বাইয়ের চলচিত্র শিল্পের উদ্যোগে যে বিরাট সংখ্যায় ছায়াছবি নির্মাণ করা হয়ে থাকে তার তুলনায় এই সংখ্যা কম।

উনিশ শতকে নাটকের মতো, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালের মধ্যেই ভারতে চলচিত্র শিল্প বেড়ে উঠে। চলচিত্রের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের বার্তা প্রচারের সম্ভাবনা ছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রকের প্রশাসন মধ্যে দেশদ্রোহিতামূলক নাটক প্রযোজনার সম্ভাবনা নিষ্পত্তি করতে ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট নামে আইন করেছিল। সেন্সর অফিস এবং পুলিশের মাধ্যমে ব্রিটিশরা অনুরূপভাবে চলচিত্রের ওপরেও কড়া নজর রেখেছিল।

তাই ১৯৪৩ সালে বম্বে টকিজ-এর প্রযোজনায় নির্মিত ‘কিসমত’ ছবিতে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে একটি গান লেখার জন্য রামচন্দ্র নারায়নজি দ্বিবেদী বা কবি প্রদীপ-এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। সেই গানটি ছিল ‘আজ হিমালয়কে চোটি সে ফির হামনে ললকারা হ্যায়/ দূর হটা অ্যায় দুনিয়া ওয়ালো হিন্দুস্থান হামারা হ্যায়’ (আমরা হিমালয়ের শীর্ষ দেশ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি/ বিদেশীরা ভারত থেকে হাত ওঠাও)। এই গানের আরও কথায় ছিল ‘শুরু হ্যা হ্যায় জঙ্গ তুমহারা জাগ উঠো হিন্দুস্থানী/ তুম না কিসিকে আগে ঝুকনা জামান হো ইয়া জাপানী’ (তোমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, জাগো হে ভারতবাসী/ জার্মান বা জাপানী, যেই হোক না কেন, কারোর সামনে মাথা নত করো না।) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯- ১৯৪৫) ভারত মিত্রশক্তির পক্ষে থাকায়, তাত্ত্বিকভাবে জার্মান ও জাপানের শত্রু ছিল ১৯৪২ সাল জুড়ে সিঙ্গাপুর এবং বার্মার পতনের পর ভারতে জাপানী আক্রমণের ভয় ছিল বাস্তব। যুদ্ধ বলতে যে স্বাধীনতার যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে এবং বিদেশী বলতে ব্রিটিশদেরই বোঝানো হয়েছে, এটা বোঝার মতো ব্রিটিশরা যথেষ্ট চালাক ছিল। কবি প্রদীপকে গ্রেপ্তারি এড়াতে অনেকটা সময় লুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর এই ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলি অপসারিত হয়। তবে তার পরেও কিন্তু জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক বেশি ছবি নির্মিত হয়নি। যে দেশ দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেখানে কেন এমনটা হলো তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকে। ১৯৫২ সালে মিশরের বিপ্লব এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যে সংখ্যায় জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ছবি নির্মিত হয়েছিল, তার তুলনায় ভারতে নির্মিত এই ধরনের ছবির সংখ্যা হতাশাব্যাঞ্জক বলে মনে হতে পারে। ওয়াজাহাত মীর্জা কর্তৃক লিখিত এবং রমেশ সাইগল-এর পরিচালনায় ‘শহীদ’-এর মতো কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। ১৯৪৮ সালে এই ছবিটি বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। কমর জালালাবাদীর লেখা এই ছবির গান ‘ওয়াতন কি রাহ মে ওয়াতন কে নওজওয়ান শহীদ হো’ এখনও মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। ১৯৫০ সালে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছবি ‘সমাধি’ ও রমেশ সাইগলের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল। এই ছবিটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল। ঐ বছরেই কিংবদন্তী চলচিত্র পরিচালক বিমল রায় ‘পহ্লা আদমি’ নামে একটি ছবি আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর কার্যকলাপের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছিলেন।

১৯৫২ সালে বক্সিস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এর উপর ভিত্তি করে একটি চলচিত্র নির্মিত হয়েছিল। প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, হেমেন গুপ্ত, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে বহু বছর জেল খেটেছিলেন এবং অগ্নির জন্য ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যান, এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। পরে তিনি চলচিত্র পরিচালনা আসেন। তবে আনন্দমঠ কিন্তু সেবছর শীর্ষস্থানীয় ১০টি জনপ্রিয় ছবির মধ্যে ছিল না। বরং সঙ্গীত, রোমান্স, সাসপেন্স এবং সামাজিক কাহিনী ভিত্তিক “আন”, “বৈজু বাওরা”, “জাল”, “দাগ”-এর মতো ছবিগুলি ছিল এই তালিকায়।

১৯৪০ এবং ৫০-এর দশকে সামাজিক, রোমান্টিক, অ্যাকশন, সাসপেন্স, পৌরাণিক এবং জাঁকজমকপূর্ণ ছবি-ই সাধারণভাবে নির্মিত হতো। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ছবি ছিল ব্যতিক্রম। ১৯৫৩ সালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক চলচিত্র নির্মাতা সোহরাব মোদী ‘ঝাঁসি কি রানি’ নামে অসাধারণ একটি ছবি প্রযোজনা করে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ঐ বছর নন্দলাল জসবন্তলাল কর্তৃক নির্মিত কিংবদন্তী ভিত্তিক ছবি, “আনারকলি” বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আবার অন্যদিকে ১৯৫৬ সালে বক্সিস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ভিত্তিক ছবি “দুর্গেশ নন্দিনী” সম্পূর্ণ ফ্লপ হয়েছিল।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে দর্শকরা জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ছবির প্রতি উদাসীন ছিলেন। এর অর্থ সেই সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতায় ভারতের জন্য একমাত্র চ্যালেঞ্জ ছিল না। ইতিমধ্যেই ১৯৪৬ সালে চেতন আন্দ-এর “নীচা নগর” কান চলচিত্র উৎসবে ভারতের প্রথম ছবি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল। এই ছবিতে ধনীরা কিভাবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে ব্যবহার করে তা দেখানো হয়েছে। খাজা আহমেদ আব্বাস

নির্মিত ১৯৫৩ সালের “রাহি” ছবিতে কিভাবে আসামের চা-বাগানের ব্রিটিশ মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করত এবং সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো, তা দেখানো হয়েছিল। এই সব মালিকদের, সে ব্রিটিশ বা ভারতীয় যেই হোক না কেন, বিবেকহীন পুঁজিপতি হিসেবে দেখানো হতো।

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের নিজস্ব জীবন তৈরি হয়েছিল। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশক জুড়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রাধিকার এবং দর্শকদের পছন্দের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। নতুন প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ১৯৫০-এর দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি ছিল মেহবুব খানের ‘মাদার ইন্ডিয়া (১৯৫৭)’। এই ছবিতে বিখ্যাত অভিনেত্রী নাগিসা অভিনীত দরিদ্র এক গ্রামের মহিলা রাধা কিভাবে তাঁর দুই সন্তানকে মানুষ করে এবং সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকে, তা দেখানো হয়েছিল।

- নিরপেক্ষ গবেষক এবং দিল্লীভিত্তিক কলাম লেখক

নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/PB/NS/...

(Release ID: 1505516) Visitor Counter : 2

Background release reference

হিন্দি ছায়াছবি মানুষের মনে জাতীয়তাবাদ, সাহসীকতা এবং জাতির জন্য আত্মবলিদানের প্রেরণা ও আবেদন

